যুগান্তর

তারিখ ... 1 NOV 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2 ...

এমপিও'র ৮০০ কোটি টাকা অপচয়

মুশতাক আহমদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ বা এমপিও'র প্রায় ২০ ভাগ অর্থই নানাভাবে অপচয় হচ্ছে। এ অর্থের পরিমাণ প্রায় ৮শ' কোটি টাকা। অর্থের এ অপচয়ের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্যানুসন্ধানও চালানো হয়। কিন্তু পরবর্তী অবস্থাসহ গোটা বিষয়টিই এখন হিমাগারে।

এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এমপিওর অর্থ অপচয় বন্ধে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরই অনীহা রয়েছে। বিষয়টি সরকারি মহল রাজনৈতিকভাবে দেখছে। এ ক্ষেত্রে সরকার বা মন্ত্রণালয় 'শিক্ষক অসন্তোষ' নামক জুজুর ভয় পাচ্ছে। তাদের ধারণা, আইনি কারণেও যদি কোন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সুবিধা কাটা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন। আর নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা জানান, এক্ষেত্রে আরেকটি দিক হচ্ছে আইনি লড়াই। অনেকেই যথাযথভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন। সে ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমেও অনেকেই সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখেন। ফলে জটিলতা আর শেষ হয় না। যে কারণে উদ্যোগ নেয়ার পরও নানাভাবে এমপিও লুটপাটকারীদের তথ্য পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে সংগৃহীত হয়নি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, এমপিওর অর্থ অপচয়ের ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় অবশ্যই অ্যাকশন নেবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন

অপচয় ; পৃষ্ঠা ১৪ ; কলাম ১

অপচয় : কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, শিক্ষার্থী না থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা না থাকা, অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রতিষ্ঠান গড়াসহ নানাভাবে অহেতুকই প্রায় সারাদেশে হাজার হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। সরকারি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে গড়ে ওঠা ওইসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরকারের আমলে এমপিওভুক্তও হয়েছে। কিন্তু সরকারের সেই অর্থ কোন কাজে আসছে না। প্রকারান্তরে লোপাটই হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, তাদের হিসাবে সারাদেশে অন্তত ৯৫৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে এমপিও পেয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৬ জুন দেয়া তালিকায় খোদ রাজধানীতেই শর্ত পূরণ না করে একটি প্রতিষ্ঠানের এমপিও পাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আবার ওইদিন প্রথমে ঘোষণাকালে ১ হাজার ৬১০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার কথা জানানো হয়। কিন্তু পরে ১ হাজার ৬২৬টি প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির কথা জানা যায়। এক্ষেত্রে বাকি ১০টির এমপিও পাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

জানা গেছে, এর বাইরে নিয়ম মতো এমপিও নেয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের পাস করাতে না পারা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২৮ হাজার এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার মধ্যে অন্তত ৫ হাজার প্রতিষ্ঠানের পেছনেই সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তারা অবহিত। কিন্তু অনেকটা রাজনৈতিক কারণেই কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। এমনকি ২ অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা খাতের বিভিন্ন ব্যয় ও এমপিওর অর্থ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা হয়। সাধারণ ওই বৈঠকেও বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি বলে জানা গেছে।

এমপিওর অর্থ নিয়ে নয়ছয়ের ঘটনা অবহিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী সারাদেশের এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় এবং এমপিওর অর্থ অব্যবহৃত ও অপব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। এর আগে অর্থমন্ত্রী বিষয়টি সংসদের নজরে আনেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) তৎকালীন যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক ইকরামুল হক জানান, তখন ডিআইএ একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় সারাদেশে তদন্ত কার্যক্রম চালানো হয়। 'স্যাম্পলিং'র মাধ্যমে বের করা হয় অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান। তথ্য সূত্রে দেখা যায়, ডিআইএ প্রথমে রাজশাহী বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর সম্পন্ন করে। ওই বিভাগের ১৬টি জেলার পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী এমপিও খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় পাঁচ ভাগই থাকছে অব্যবহৃত। সূত্র জানায়, প্রাথমিক হিসেবে তারা ধারণা করেন, সারাদেশে এমপিও বাবদ সরকারের দেয়া মোট অর্থের প্রায় ২০ ভাগই লুটপাট হচ্ছে। তবে এ সংখ্যা আরও বেশি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

২০০৯ সালের রাজশাহী বিভাগের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিভাগের ২০৪১টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও পাচ্ছে। এর মধ্যে ৯৫টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা তাদের শিক্ষার্থী নেই। রিপোর্টে তারা ১৭টি সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, 'ক্রাশ প্রোগ্রাম-২০০৯'র সুপারিশ অনুযায়ী তখন অনিয়মকারী হিসেবে চিহ্নিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিল এবং বাতিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থের যে সাশ্রয় হবে, তা দিয়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও প্রদানের কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অথচ অর্থমন্ত্রী 'অলীক' প্রতিষ্ঠানের এমপিও কেড়ে নেয়া এবং বিত্তশালী বিদ্যালয়ের ব্যাপারে 'সুযোগ পুনর্বিবেচনা' করার কথা বলেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, অলীক বিদ্যালয় বলতে অর্থমন্ত্রী ছাত্র ও শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়কে বুঝিয়েছেন।

এমপিও প্রদানের জন্য সরকারকে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব খাত থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়, এ ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ৬২ ভাগ।

এরপরও এমপিও পাবে। : এরপরও সরকার এবার আরও ১১৫৮টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দও রয়েছে। সূত্র জানায়, যেসব প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই সরকারদলীয় এমপিদের সুপারিশে। বিরোধী দলের এমপিদের সুপারিশ এক্ষেত্রে তেমনটি অগ্রাধিকার পায়নি বলে জানা গেছে। তবে বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়ার ডিও অনুযায়ী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তালিকায় স্থান পেয়েছে বলে দায়িত্বশীল সূত্র জানায়। জানা গেছে, আগামী বছরের এপ্রিলে নতুন এমপিও ছাড়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে। কেননা, বিদ্যমান বাজেটের অর্থে তিন মাসের বেশি এমপিও দেয়া যাবে না বলে মনে করছে মন্ত্রণালয়।

এদিকে নতুন এমপিওর জন্য কয়েক মাস ধরে শিক্ষকরা রাজপথে আন্দোলন করছেন। বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্র এবং শিক্ষকরাই জানিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা শিক্ষক নন। এমনকি আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে রয়েছেন এমন কয়েকজন। তাদের মধ্যে পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও রয়েছেন।

তিন বিভাগে বাড়তি প্রতিষ্ঠান ৩১৬২ : ২০১০ সালের ১৬ জুন দেয়া ১ হাজার ৬২৬টি প্রতিষ্ঠানসহ সারাদেশে বর্তমানে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান ২৭ হাজার ৯৬২টি। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এমপিও আবেদন বিবেচনাকালে তারা দেখেন যে, রাজশাহী বিভাগে ১৪৪৫টি স্কুল ও ৪২৩টি কলেজসহ ১৮৬৮টি, খুলনা বিভাগে ৫৭৫টি স্কুল ও ১৩৬টি কলেজসহ ৭১১টি, বরিশালে ৫৩৭টি স্কুল ও ৪৬টি কলেজসহ ৫৮৩টি প্রতিষ্ঠান বেশি রয়েছে। এটা ২০১০ সালের হিসাব। বর্তমানে এ সংখ্যা আরও বেশি। অন্যান্য বিভাগে জনসংখ্যার নিরিখে বাড়তি প্রতিষ্ঠান নেই। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম, শিক্ষকের মৃত্যু, বদলি, অবসর, বরখাস্তসহ নানা কারণে যে এমপিও পাঠানো হয়েছে তার 'ইমপেমেন্ট' বা ব্যয় না হওয়া অর্থসহ কয়েকশ' কোটি টাকা রয়েছে, যা সরকার সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। এক হিসাবে দেখা গেছে, কেবল তিন বিভাগের অপ্রয়োজনীয় ৩ হাজার ১৬২টি স্কুল ও কলেজের পেছনে সরকারের অন্তত ৫০৪ কোটি টাকা অনর্থক ব্যয় হচ্ছে।

এমপিওহীন প্রতিষ্ঠান : ব্যানবেইস সূত্র জানিয়েছে, সারাদেশে এমপিওহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪ হাজার ৬৯৩টি রয়েছে কোন স্তরেই এমপিওভুক্ত নয়। আবার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিন্তু নিম্নস্তরে এমপিওভুক্ত এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪ হাজার ৪৩৮টি। ডিআইএ'র একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক জানান, রাজশাহী বিভাগে পরিদর্শনকালে তারা এমনও প্রতিষ্ঠান পেয়েছেন যেগুলো স্কুল ম্যাপিং, দূরত্ব কিংবা ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি অনুযায়ী এমপিও পেতে পারে না। কিন্তু তারা পেয়ে আসছে অনেক দিন থেকে। ওই কর্মকর্তা মনে করেন, রাজনৈতিক বিবেচনায় এগুলো এমপিওভুক্ত হয়েছিল। মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফাইল ঘাঁটলেই তদবিরের প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসবে বলে তিনি জানান।

কত টাকা লাগবে : ২০১০ সালে এমপিও দেয়ার আগে 'কত টাকা লাগবে' সরকার এমন একটি খসড়া হিসাব করেছিল। তাতে দেশের ১১ ধরনের প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পেছনে বছরে কত টাকা লাগবে তা বের করা হয়। ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির সর্বশেষ জনবল কাঠামো অনুযায়ী এই হিসাব দেখা যায়, একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (জনবল ৮ জন) বছরে ৬ লাখ ৫৪ হাজার ৫৪০ টাকা, নিম্ন মাধ্যমিক (জনবল ৫ জন) ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৮৬০ টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (সহকারি, জনবল ১৩) ১২ লাখ ৭৪ হাজার ১৬০ টাকা, দাখিল মাদ্রাসায় (১৭ জন) ১২ লাখ ৯১ হাজার ২শ' টাকা, আলিম মাদ্রাসায় (দাখিলসহ জনবল ২৩ জন) ২১ লাখ ১৯ হাজার, ফাজিল মাদ্রাসায় (দাখিল-আলিমসহ ২৭ জন) ২৫ লাখ, কামিল মাদ্রাসা (ফাজিল-কামিল, জনবল অতিরিক্ত ২ জন) খরচ বছরে বাড়তি (ফাজিল মাদ্রাসার তুলনায়) ২ লাখ ৭৩ হাজার, কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক ২৫ জন) ২৯ লাখ ৫১ হাজার, ডিগ্রি কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিকসহ জনবল বাড়তি ১৩ জন) খরচ বাড়তি ১৮ লাখ ৯৮ হাজার ২শ', এসএসসি ভোকেশনাল (১৩ জন) ১২ লাখ ১১ হাজার ৭৬০ জন, এইচএসসি বিএম (১৬ জন) বার্ষিক খরচ ১৪ লাখ ২৮ হাজার ৩৬০ টাকা লাগে। জানা যায়, সরকারের সর্বশেষ হিসাবে প্রায় ২৮শ' প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো মন্ত্রণালয়ের 'বিবেচিত' রয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তি করতে দরকার হবে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা।